সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৯৮
WEEKLY BOOKLET:298

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত
"ফয়যানে নামায" কিতাবের একটি অংশ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলত

ফজর ও আসরের ফযীলতের রহস্য ০২
আসরের নামায বর্জনকারীর আমল বাজেয়াপ্ত ০৮
কবরে অস্তমিত সূর্যের দৃশ্য ১১
ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানোর ক্ষতি ১৯

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

এই বিষয়বস্তু “ফয়যানে নামায” কিতাবের ৯৯-১১৪ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলত

আত্তারের দোয়া! হে মোস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি “পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলত” এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে মসজীদের প্রথম কাতারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে আদায় করার তাওফিক দান করুন এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে থেকে আমার নিকটতম ব্যক্তি সে হবে যে আমার উপর অধিক পরিমানে দরুদ শরীফ পাঠ করে।

(তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস: ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ফজর ও আসরের নামায আদায়কারী জাহান্নামে যাবে না

হযরত সায়্যিদুনা ওমারা বিন রুওয়াইবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমি **রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায আদায় করে (অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায পড়ে) সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।”

(মুসলিম, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৩৬)

www.dawateislami.net

ফজর ও আসরের ফযীলতের রহস্য

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: এটার দু'টি অর্থ হতে পারে: **একটি** হলো, নিয়মিত ফজর ও আসরের নামায আদায়কারী জাহান্নামে চিরস্থায়ী ভাবে থাকার জন্য যাবে না, যদি যায় তবে অস্থায়ী হিসাবে যাবে। সুতরাং এই হাদীস শরীফ ঐ হাদীসের বিপরীত নয় যে, কিয়ামতের দিন কিছু লোক নামায নিয়ে আসবে কিন্তু তাদের নামায হকদারদের (অর্থাৎ যাদের হক ক্ষুন্ন করেছে তাদেরকে) দিয়ে দিতে হবে। **দ্বিতীয়টি** হলো, নিয়ামিত ফজর ও আসরের নামায আদায়কারীর اِنۡ شَآءَ الله অন্যান্য নামাযেরও তৌফিক অর্জিত হবে এবং সকল গুনাহ থেকে বিরত থাকারও, কেননা এই নামাযই (নফসের উপর) বেশি কষ্টকর। যখন এই নামায নিয়মিত হয়ে যাবে তবে اِنۡ شَآءَ الله অবশিষ্ট নামাযও নিয়মিত পড়বে, সুতরাং এই হাদীসে পাকের প্রতি এই অভিযোগ নেই যে, মুক্তির জন্য শুধুমাত্র এই দুই নামাযই যথেষ্ট, অবশিষ্ট নামাযের প্রয়োজন নেই। মনে রাখবেন, এই দুই নামাযে দিন-রাতের ফিরিশতারা একত্রিত হয়। তাছাড়া তা দিনের প্রান্তের নামায আর এ দু'টি নফসের জন্য বেশি কষ্টকর, কেননা ভোরে ঘুমের সময় এবং আসর কাজকর্মে ব্যস্ততার সময়, এজন্যই এই নামায গুলোর মর্যাদা বেশি।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৯৪)

আমেনার চাঁদ আকাশের চাঁদ দেখে ইরশাদ করলেন:

হযরত সায়্যিদুনা জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূর্ণিমা রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ

করলেন: অতিশীঘ্রই (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) তোমরা আপন **প্রতিপালককে** এভাবেই দেখবে যেমনিভাবে এই চাঁদকে দেখছো। তবে যদি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয় তবে ফজর ও আসরের নামায কখনোই ত্যাগ করিও না। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এই আয়াতে মুবারকাটি পাঠ করলেন:

وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّکَ قَبۡلَ طُلُوۡعِ الشَّمۡسِ وَقَبۡلَ غُرُوۡبِہَا ۚ

(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত ১৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপন প্রতিপালকের প্রসংশা সহকারে তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং তা অস্তমিত হবার পূর্বে।

(মুসলিম, ২৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৩৪)

ইশ্‌কে রাসুলে ভরপুর ব্যাখ্যা

মুফাসসীরে কোরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হাদীসে পাকের এই অংশ (**প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পূর্ণিমা রাতের চাদেঁর দিকে তাকালেন) এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** চাঁদ আকাশের চাঁদকে দেখলেন, ডুবন্ত স্বল্প আলোর চাঁদকে সেই চাঁদ দেখেছে যে চাঁদ না অস্তমিত হয়, না যার উজ্জলতায় স্বল্পতা আসে, প্রকাশ্যে আলোকিত চাঁদকে সেই চাঁদ দেখেছে, যা মন ও প্রাণ, আত্মা ও ঈমানকে আলোকিত করে। রাতে আলো প্রদানকারী চাঁদকে সেই চাঁদ দেখেছে যেই চাঁদ অনন্তকাল ধরে সর্বদা দিন-রাত আলো ছড়াচ্ছে এবং ছড়াবে। আমি কি বলবো! আমার বলার ভাষাও নেই! اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ وَبَارِكۡ عَلٰی بَدۡرِ النُّبُوَّۃِ وَشَمۡسِ الرِّسَالَۃِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّم (**অনুবাদ:** হে **আল্লাহ!** দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো এবং বরকত অবতীর্ণ করো নবুওয়তের চাঁদ এবং রিসালতের সূর্যের প্রতি) এরূপ বলো যে, ঐ চাঁদ যা সূর্য থেকে আলো পায়, সেই চাঁদকে দেখেছে,

www.dawateislami.net

যা সূর্যকে আলো দেয়, যে অন্তরে দিন প্রকাশ করে দেয়। (আকাশের) চাদঁও সৌভাগ্যবান, যাকে **আল্লাহর প্রিয় মাহবুব, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখেছে, সেই চাদঁ (যা আজও আমরা দেখছি) তা ঐ চাদঁই যার উপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি পড়েছে। এই হাদীস শরীফ عَامَّةُ الْمُسْلِمِيْن (অর্থাৎ সাধারণ মুসলমান) এর জন্য দলীল যে, মুমিন **আল্লাহ পাক**কে হাশরের ময়দানেও নিজের চোখে দেখবে এবং জান্নাতেও দেখবে। স্বরণ রাখবেন, জান্নাতের সকল নেয়ামত নেক আমলের বিনিময়ে হবে, যদিও তা নিজের আমলের কারণে হোক, যার আমলের উসিলায় জান্নাতে গেলো তা হোক, কিন্তু **দীদারে ইলাহি (আল্লাহ পাকে**র দীদার) কোন আমলের বিনিময়ে হবে না, একমাত্র **আল্লাহ পাকে**র বিশেষ অনুগ্রহেই হবে, ঐ দুই নামাযের নিয়মানুবর্তীতা এই দীদারের উপযুক্ততা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করবে অর্থাৎ ফজর ও আসরের নিয়মানুবর্তীতা। দুনিয়ায় নামায এমনভাবে পড়ো, যেনো তুমি **আল্লাহ**কে দেখছো, কেননা এখানে হিজাব (অর্থাৎ পর্দা) আছে সেখানে হিজাব (অর্থাৎ পর্দা) উঠে যাবে অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যাবে, **তাঁকে** দেখবে **তাঁর** সাথে কথা বলবে। (হাদীসে পাকে উল্লেখিত আয়াতের আলোকে বলেন:) এই মহান বাণী দ্বারা বুঝা গেলো, এই আয়াতে তাসবীহ ও তাহমীদ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামায, যেহেতু ফজর ও আসরের নামাযে রাত ও দিনের নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা একত্রিত হয়ে যায়, তাছাড়া ফজরের নামায ঘুমের অলসতার সময় এবং আসরে কাজকর্ম, ঘুরা-ফেরার অবসর সময়, এই দুই কারণে (Reasons) এই উভয় নামাযের প্রতি বেশি জোর দেয়া হয়েছে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿۷۸﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় ভোরের কোরআনের মধ্যে (অর্থাৎ নামাযে) ফিরিশতারা উপস্থিত হয়। (পারা ১৫, বনী ইসরাইল: ৭৮)), আসরের নামায প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন: حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সজাগ দৃষ্টি রেখো সকল নামাযের প্রতি আর মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি। (পারা ২, সূরা বাকারা: ২৩৮))

(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৫১৭-৫১৮)

তেরা দিল কো জলওয়ায়ে মাহে আরব দরকার হে,
চৌদভিঁ কি রাত চাঁদ তেরি চাদঁনী আচ্ছি নেহি। (জওকে নাত ১৮৫)

শব্দার্থ: তেরা দিল: অন্ধকারে নিমজ্জিত অন্তর। **মাহে আরব:** আরবের চাঁদ, অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের ১০০বার দীদার

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়াবী জীবনে (জাগ্রত অবস্থায়) **আল্লাহ পাকের** দীদার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য নির্ধারিত এবং পরকালে প্রত্যেক সুন্নী মুসলমানের জন্য সম্ভব বরং হবেই। রইলো মনের দীদার বা স্বপ্নের, এটা অন্যান্য আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام বরং আউলিয়াদেরও অর্জিত। **আমাদের ইমামে আযম (আবু হানিফা)** رَضِيَ اللهُ عَنْهُ **এর স্বপ্নে একশত বার যিয়ারত হয়েছে।** (তিনি আরো বলেন:) **তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের**) দীদার হবেই তবে এটা বলা যাবে না যে কিভাবে দেখবে! যেই বস্তুকে দেখবে তার মাঝে কিছুটা দূরত্ব (Distance) হয়ে থাকে, দূরে নাকি কাছে তা দর্শকের কোন

www.dawateislami.net

দিকে থাকবে, উপরে নাকি নিচে, ডানে (Right) নাকি (Left) বামে, আগে নাকি পিছনে অর্থাত **আল্লাহ পাক**কে দেখার ব্যাপারটি এসব কিছু থেকে পবিত্র হবে। অতঃপর রইলো, দীদার কিভাবে হবে? এটাই তো বলা হচ্ছে যে "কিভাবে" শব্দটির এখানে স্থান নেই, اِنْ شَآءَ الله যখন দেখবো তখন বলে দেবে। এরূপ সব কথার সারাংশ হলো, জ্ঞান যতটুকু বলে, তিনি খোদা নয় এবং যিনি খোদা, ততটুকু জ্ঞান পৌঁছে না এবং দীদারের সময় দৃষ্টি **তাঁকে** ছাড়া অন্য দিকে যাবে, এটা অসম্ভব (Impossible)। (বাহারে শরীয়াত, ১/২০-২২) **বাহারে শরীয়াত** প্রথম খন্ডের ১৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: জান্নাতীরা যখন জান্নাতে যাবে, প্রত্যেকেই নিজের আমল অনুযায়ী মর্যাদা লাভ করবে এবং **তাঁর** অনুগ্রহের সীমা নেই। অতঃপর তাদেরকে দুনিয়ার এক সপ্তাহ সময়ের পর অনুমতি দেয়া হবে যে, আপন **প্রতিপালকের** যিয়ারত করার এবং আরশে ইলাহী প্রকাশিত হবে আর **আল্লাহ পাক** জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগানে নূরের জ্যোতি বর্ষণ করবেন এবং জান্নাতীদের জন্য মিম্বর স্থাপন করা হবে, নূরের মিম্বর, মুক্তার মিম্বর, ইয়াকুতের মিম্বর, যবরজদের মিম্বর, স্বর্ণের মিম্বর, রূপার মিম্বর এবং তাদের (জান্নাতীদের) মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের জন্য মেশক ও কাপুরের স্তুপে বসবে এবং তাদের চেয়ে নিম্নস্তরের আর কেউ নেই, নিজের ধারনায় চেয়ারে উপবিষ্টজনকে নিজের চেয়ে বড় মনে করবেনা এবং **আল্লাহ পাকে**র দীদার এমন স্পষ্টভাবে হবে, যেভাবে সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদকে প্রত্যেকেই আপন আপন স্থান থেকে অবলোকন করে যে, একজন দেখলে অপর জনের জন্য প্রতিবন্ধক হয় না এবং **আল্লাহ পাক** প্রত্যেকের প্রতি জ্যোতি বর্ষণ করবেন, তাদের মধ্যে কাউকে ইরশাদ করবেন: হে অমুকের ছেলে অমুক! তোমার কি মনে আছে, যেদিন তুমি এরূপ এরূপ

www.dawateislami.net

করেছিলে... ? দুনিয়ার কিছু অবাধ্যতা মনে করিয়ে দিবেন, বান্দা আরয করবে: তো হে **প্রতিপালক**! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দাওনি? ইরশাদ করবেন: হ্যাঁ! আমার ক্ষমার প্রশস্থতার কারণেই তুমি এই মর্যাদায় পৌঁছেছো। (বাহারে শরীয়াত, ১/১৬০)

জিয়ে মে ওয়াইখা আমালাঁ ওয়াল্লে, খাঝ নয়ে মেরে পাল্লে,
জিয়ে মে ওয়াইখা রহমত রব দি, বাল্লে বাল্লে বাল্লে।

(**অর্থাৎ**- যখন আমি আমার আমলের দিকে তাকাই তখন কিছু পাই না এবং যখন আমার **প্রতিপালকের** রহমতের দিকে তাকাই তখন খুশিতে মেতে উঠি)

আসরের নামাযের দ্বিগুণ প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা আবু বসরা গিফারি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **নুরানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই নামায অর্থাৎ আসরের নামায তোমাদের পূর্ববর্তীদের লোকদের দেয়া হয়েছিলো, তখন তারা একে অবহেলা করলো সুতরাং যে তা নিয়মিত আদায় করবে সে দ্বিগুণ (Double) প্রতিদান পাবে। (মুসলিম, ৩২২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৯২৭)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও আসরের নামায ফরয ছিলো কিন্তু তারা তা ছেড়ে দিয়েছিলো এবং আযাবের অধিকারী হয়েছে, তোমরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৬৬)

www.dawateislami.net

দ্বিগুণ প্রতিদানের কারণ সমূহের মাদানী ফুল

✵ প্রথম প্রতিদান পূর্ববর্তী উম্মতের বিরোধীতা করে আসরের নামাযের নিয়মানুবর্তীতা রক্ষার জন্য পাবে এবং দ্বিতীয় প্রতিদান আসরের নামায পড়ার কারণে পাবে, যেমনিভাবে অন্যান্য নামাযে পেয়ে থাকে। ✵ প্রথম প্রতিদান ইবাদতে নিয়মানুবর্তীতার জন্য পাবে এবং দ্বিতীয় প্রতিদান অল্পেতুষ্টিতা অবলম্বন করে বেচাকেনা ছেড়ে দেয়ার কারণে পাবে, কেননা আসরের সময় লোকজন বাজারে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। ✵ প্রথম প্রতিদান আসরের ফযীলতের কারণে পাবে, কেননা এটা **সালাতুল উসতা** (অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামায), দ্বিতীয় প্রতিদান এর নিয়মানুবর্তীতার কারণে পাবে। (শরহে তাইবি, ৩/১৯। মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/১৩৯)

আমল হাতছাড়া হয়ে গেলো!

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবুল মালিহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: এমন একদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলো, আমরা সাহাবীয়ে রাসুল হযরত সায়্যিদুনা বুরায়দা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সাথে জিহাদে ছিলাম, তিনি বলেন: আসরের নামায দ্রুত আদায় করো, কেননা **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিলো তার আমল হাত ছাড়া হয়ে গেলো।” (বুখারী, ১/২০৩, হাদীস ৫৫৩)

আসরের নামায বর্জনে অভ্যস্ত ব্যক্তির প্রতি কুফরির আশঙ্কা

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: সম্ভবত **“আমল”** দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসকল দুনিয়াবী কাজ, যার কারণে সে আসরের নামায ছেড়ে দেয় এবং **“হাতছাড়া হয়ে যাওয়া”**

www.dawateislami.net

দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো, সেই কাজের বরকত শেষ হওয়া। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দেয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার জন্য আশঙ্কা রয়েছে যে, সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, যার কারণে আমল নষ্ট হয়ে যায়। (অবশ্য) এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আসরের নামায ছেড়ে দেয়া মানে কুফরি ও মুরতাদ হয়ে যাওয়া। মনে রাখবেন, আসরের নামাযকে কোরআনুল করীমে "মধ্যবর্তী নামায" আখ্যায়িত করে এর প্রতি খুবই জোর দিয়েছে, তাছাড়া এই সময়ে রাত ও দিনের ফিরিশতারা একত্রিত হয় আর এই সময়ে লোকজনের ঘুরা-ফেরা ও ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যস্ত হওয়ার সময়। এজন্যে অধিকাংশ লোক আসরের নামাযে অবহেলা করে, এ কারণে **(Reasons)** কোরআন ও হাদীস শরীফে আসরের নামাযের ব্যাপারে ব্যাপক জোর দেয়া হয়েছে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৮১-৩৮২)

৪০ মিনিট পূর্বে প্রস্তুতি (ঘটনা)

আরিফ বিল্লাহ আবুল আব্বাস হারিসী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه আসরের নামাযের প্রস্তুতি তখন থেকেই শুরু করে দিতেন যখন যোহরের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হতে চল্লিশ মিনিট বাকী থাকতো। তার প্রস্তুতির ধরন এমন ছিলো, চোখ বন্ধ করে মোরাকাবায় লিপ্ত হয়ে যেতেন এবং কুমন্ত্রণা থেকে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকতেন আর এরূপ এজন্যই করতেন, যাতে তার মাঝে আসরের সময়টা এই অবস্থায় আসে যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধা বিপত্তি যেনো না আসে।

(লাওয়াকিহুল আনওয়ারুল কুদসিয়া, ৪৯২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

একটি বয়ান অনেক নামাযী বানিয়ে দিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের গুরুত্ব নিজের অন্তরে জাগ্রত করতে, প্রত্যেক নামায একাগ্রচিত্তে সেই সময়ের মধ্যেই জামাআত সহকারে পড়া এবং অন্যকেও নামাযের জন্য প্রস্তুত করার মানসিকতা সৃষ্টির জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! নামাযী হওয়ার ও নামাযী বানানো সম্পর্কিত একটি **"মাদানী বাহার"** শ্রবন করি: উজিরাবাদ (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই তখন স্কুলের ছাত্র ছিলো। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** কোন মুবাল্লিগ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত **"বে নামাযীর শাস্তি"** বয়ানের ক্যাসেট তাকে উপহার দিলো। তার কথা অনুযায়ী ঘরে বাবা ছাড়া আর কেউ নামায পড়তো না। অতএব সে বয়ানের ক্যাসেটটি ঘরে চালালো, তার বাবাও সে বয়ানটি শুনলো এবং পরিবারের সদস্যদের এই বয়ানটি বারবার শুনার জন্য বললো। এই বয়ানের বরকতে সেই ইসলামী ভাইয়ের পরিবারের সদস্যরা নামাযী হয়ে গেলো, গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুরিদও হয়ে গেলো। অতঃপর এমন একটি সময় আসলো যে, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه তার ঘরে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতের ভরা ইজতিমাও হতে লাগলো। তার ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামীর** নাত পরিবেশন কারীও হলো এবং জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নেজামীর শিক্ষার্থীও আর তার চাচাত ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদরাসাতুল মদীনায় কোরআন হিফয করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

একিনান মুকাদ্দর কা ওহ হে সিকান্দর, জিসে খাইর সে মিল গেয়া মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলো

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার আসরের নামায চলে গেলো (অর্থাৎ যে জেনে শুনে আসরের নামায ছেড়ে দিলো[১]) যেনো তার পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদ "**ওয়াতর**" হয়ে গেলো (অর্থাৎ ছিনিয়ে নেয়া হলো)। (বুখারী, ১/২০২, হাদীস ৫৫২)

ওয়াতর দ্বারা উদ্দেশ্য

হযরত আল্লামা আবু সুলাইমান খাত্তাবী শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: **ওয়াতর** এর অর্থ হলো: "ক্ষতি হওয়া বা ছিনিয়ে নেয়া", অতএব যার সন্তান সন্ততি এবং ধন সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তার ক্ষতি সাধন হলো যেনো সে একা হয়ে গেলো। সুতরাং নামায চলে যাওয়াতে মানুষের এমন ভাবে ভয় করা উচিৎ, যেমনিভাবে সে নিজের পরিবারের সদস্য ও ধন সম্পদ নষ্ট হওয়াকে ভয় করে। (আকমালুল মুয়াল্লিম বিফাওয়াইদি মুসলিম, ২/৫৯০)

মৃত ব্যক্তির কবরে সূর্য অস্তমিত হচ্ছে মনে হয়

হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে প্রবেশ করানো হয়, তখন তার মনে হয় যেন, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তখন সে চোখ খুলে উঠে বসে এবং বলে: "আমাকে ছাড়ো, আমি নামায পড়বো।

(ইবনে মাজাহ, ৪/৫০৩, হাদীস ৪২৭২)

১. শরহে মুসলিম লিন নববী, ৫/১২৬।

www.dawateislami.net

হে ফিরিশতারা! প্রশ্নোত্তর পরে করিও...

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাদীসে পাকের এই অংশ (সূর্য অস্ত যাচ্ছে মনে হয়) এর আলোকে বলেন: এই অনুভুতি "মুনকার নকির" এর জাগানোর পরেই হয়, দাফন যে সময়েই হোক না কেন। যেহেতু আসরের নামাযের ব্যাপারে বেশি জোর দেয়া হয়েছে এবং সূর্য ডুবে যাওয়াটা এর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার দলীল, তাই এই সময়টি দেখানো হয়। হাদীসে পাকের এই অংশ (আমাকে ছেড়ে দাও আমি নামায পড়ে নিই) এর আলোকে লিখেন: "হে ফিরিশতারা! প্রশ্ন পরে করো, আসরের সময় চলে যাচ্ছে, আমাকে নামায পড়তে দাও।" এরূপ সে বলবে, যে দুনিয়ায় নিয়মিত আসরের নামায পড়তো, **আল্লাহ পাক** আমাদেরও নসীব করুক। এইজন্য **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

حٰفِظُوۡا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الۡوُسۡطٰى ۚ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সকল নামাযের হেফাযত করো এবং মধ্যবর্তী নামাযের।

অর্থাৎ "সকল নামাযের বিশেষ করে আসরের নামাযের বেশি হেফাযত করো।" সূফীয়ায়ে কিরামগণ বলেন: "যেরূপ জীবন ধারন করবে, সেরূপ মুত্যুবরণ করবে, এবং যেরূপ মৃত্যুবরণ করবে, সেরূপই উঠবে।" মনে রাখবেন, মুমিনদের তখন এরূপ মনে হবে, যেনো আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম, মৃত্যুকষ্ট ইত্যাদি সবকিছুই ভুলে যাবে। সম্ভবত এই আরয (আমাকে ছেড়ে দাও! আমি নামায পড়ে নিই) এর কারণে

www.dawateislami.net

প্রশ্নোত্তরই হবে না আর যদি হয়ও তবে খুবই সহজ ভাবে হবে, কেননা তার এই উক্তি সকল প্রশ্নেরই উত্তর হয়ে গেছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/১৪২)

কিয়া পুচতে হো মুঝ সে, নকিরাইন! লাহাদ মে
লো দেখ লো! দিল চি'র কে, আরমানে মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

রিযিক বন্টনের সময়

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শা'রানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি সায়্যিদি আলী খাওয়াস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে এরূপ বলতে শুনেছি: অনুভূতি সম্পন্ন রিযিক, যা আমাদের শরীরের খোরাক হয়ে থাকে, তা ফজর উদিত হওয়া থেকে (অর্থাৎ যখন ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় তখন থেকে শুরু করে) সূর্য উদিত হয়ে এক বল্লম উঁচু হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়া ২০ মিনিট পর পর্যন্ত) **আল্লাহ পাক** বন্টন করেন এবং আত্মার খোরাক অর্থাৎ অন্তরের খোরাক, যা দেখা যায় না (অর্থাৎ মন ও মস্তিষ্কের প্রশান্তি যার উপর নির্ভর করে) আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বন্টন হয়ে থাকে। (লাওয়াকিহুল আনওয়ারুল কুদসিয়া, ৬৭ পৃষ্ঠা) বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, এই সময় গুলো অলসতায় অতিবাহিত করো না বরং ইবাদত ও যিকিরের মাধ্যমে অতিবাহিত করো।

মুনাফেকীর একটি নিদর্শন

খাদিমে নবী, হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: এটা মুনাফিকের নামায যে, বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করা, এমনকি যখন সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যবর্তী চলে আসে (অর্থাৎ অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী হয়ে

www.dawateislami.net

যায়[১]) (মিরকাত,২/৩০০) তখন দাঁড়িয়ে চারবার ঠোঁট মারে, যেনো এতে সামান্য পরিমাণ **আল্লাহ**র যিকির করতে হয়। (মুসলিম, ২৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪১২)

এই হাদীস শরীফ থেকে তিনটি মাসআলা প্রতীয়মান হয়

মুফাসসীরে কোরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: এই হাদীস থেকে তিনটি মাসআলা প্রতীয়মান হয়: একটি হলো, দুনিয়াবী কাজে ফেঁসে আসরের নামায দেরী করে (অর্থাৎ মাকরূহ ওয়াক্তে) পড়া মুনাফিকের নিদর্শন। দ্বিতীয়টি হলো, সূর্যাস্তের ২০ মিনিট পূর্বে থেকে মাকরূহে তাহরিমীর সময়, মুস্তাহাব সময়ে আসরের নামায পড়ে নেওয়া উচিৎ। তৃতীয়টি হলো, রুকু ও সিজদা খুবই প্রশান্তি সহকারে করা উচিৎ। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্রুততার সহিত (নামাযীর) সিজদাকে মুরগির ঠোঁট মারার সাথে তুলনা করেছেন, যা সে মাটি থেকে কোন শস্য দানা খাওয়ার সময় দ্রুত ঠোঁট মারতে থাকে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৮১)

আসরের পর ঘুমাইও না

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার জ্ঞান লোপ পেতে থাকে, তবে সে যেনো নিজেকেই তিরস্কার করে।" (মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৪/২৭৮, হাদীস ৪৮৯৭) (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৩৫)

নামাযো কে আন্দর, খুশো এ্যয় খোদা দে,
পায়ে গাউছ আচ্ছা, নামাযী বানা দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. মিরকাত, ২/৩০০।

www.dawateislami.net

আসরের সুন্নাত সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী

(১) **আল্লাহ পাক** সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুক, যে আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়ে। (আবু দাউদ, ২/৩৫, হাদীস ১২৭১) (২) যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়বে, **আল্লাহ পাক** তার শরীরকে আগুনের জন্য হারাম করে দিবেন। (মু'জাম কবির, ২৩/২৮১, হাদীস ৬১১) (৩) যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়বে, তাকে আগুন স্পর্শ করবে না।

(মু'জাম আওসাত, ২/৭৭, হাদীস ২৫৮০) (বাহারে শরীয়াত, ১/৬৬১)

আসরের সুন্নাত সম্পর্কে মাদানী ফুল

আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত পড়া সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা। এতে (এবং ইশার ফরযের পূর্বে চার রাকাতে) প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতের শুরুতে সানা, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ এবং بِسْمِ اللّٰهِ পড়ুন। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাকাতের পর "কা'দা" বা বৈঠক ফরয। উভয় বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাত' এরপর দরূদে ইব্রাহিম এবং দোয়াও পড়ুন। চার রাকাত বিশিষ্ট সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা শুরু করার পর যদি জামাআত শুরু হয়ে যায় তবে দুই রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে জামাআতে যোগ দিন। কিন্তু যোহর এবং **জুমার** সুন্নাতে কবলিয়া অর্থাৎ ফরযের পূর্বে যে চার রাকাত সুন্নাত পড়া হয়, তা চার রাকাত পূর্ণ করে নিন। এই মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ "**ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া**" ৮ম খন্ডের ১২৯-১৩৬ পৃষ্ঠায় দেখে নিন।

www.dawateislami.net

মাগরিবের নামাযের ফযীলত

কবুলকৃত হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব

খাদিমে নবী হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায জামাআত সহকারে আদায় করলো, তার জন্য **কবুলকৃত হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব** লিখা হবে আর তা এমনই, যেনো সে শবে কদরে ইবাদত করলো।" (জমউল জাওয়ামে, ৭/১৯৫, হাদীস ২২৩১১)

মাগরিবের ফরযের পর ৬ রাকাত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়ে আর এর মাঝখানে কোন অশ্লীল কথা না বলে, তবে তা ১২ বছরের ইবাদতের (সাওয়াবের) সমপরিমাণ করা হবে। (তিরমিযী, ১/৪৩৯, হাদীস ৪৩৫) (২) যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়ে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়।

(মু'জাম আওসাত, ৫/২৫৫, হাদীস ৭২৪৫)

আওয়াবিনের নামাযের পদ্ধতি

মাগরিবের তিন রাকাত ফরয নামায পড়ার পর **ছয় রাকাত** একই সালামে পড়ুন, প্রতি দুই রাকাতের পর কা'দা অর্থাৎ বৈঠক করুন এবং এতে আত্তাহিয়্যাত, দরূদে ইব্রাহিম এবং দোয়া পড়ুন, প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম রাকাতের শুরুতে সানা, তাউয ও তাসমিয়্যাহ (অর্থাৎ اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ ও بِسۡمِ اللّٰہِ)ও পড়ুন। ষষ্ঠ রাকাতের কা'দার অর্থাৎ বৈঠকের পর সালাম ফিরিয়ে নিন। প্রথম দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হলো আর অবশিষ্ট চার রাকাত নফল। এটাই হলো আওয়াবিন (অর্থাৎ তাওবাকারীদের নামায)।

www.dawateislami.net

(আল ওযীফাতুল কারীমা, ২৬ পৃষ্ঠা) চাইলে দুই দুই রাকাত করেও পড়তে পারবে। **বাহারে শরীয়াত** প্রথম খন্ডের ৬৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়া মুস্তাহাব, একে **সালাতুল আওয়াবিন** বলে। আর তা এক সালামেই সব পড়ুক বা দুই সালামে অথবা তিন সালামে অর্থাৎ **প্রতি দুই রাকাতের পর সালাম ফেরানো উত্তম**। (দুররে মুখতার ও রদ্দে মুখতার, ২/৫৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাগরিব ও ইশার মধ্যখানে ইবাদতের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবু খলিফা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: আমরা হযরত সায়্যিদুনা আতা খুরাসানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলাম, নামাযের পর যখন আমি ফিরে আসতে লাগলাম, তখন তিনি আমার হাত ধরে বললেন: "মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় সম্পর্কে মানুষ বেশি উদাসীন, এটা আওয়াবিন নামায (অর্থাৎ তাওবাকারীদের নামায) এর সময়। যে ব্যক্তি এই সময়ে নামায অবস্থায় কোরআন তিলাওয়াত করলো, সে জান্নাতের বাগানে রয়েছে।"

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ৫/২৫৯)

ইশার নামাযের ফযীলত

মুনাফিকদের উপর ফজর ও ইশার নামায বোঝা স্বরূপ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুনাফিকদের জন্য সকল নামাযের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বোঝা স্বরূপ নামায হলো ফজর ও ইশা এবং এর মধ্যে যা ফযীলত রয়েছে তা যদি জানতো তবে অবশ্যই উপস্থিত হতো, যদিও পশ্চাদদেশের (অর্থাৎ বসার সময় শরীরের যে অংশ মাটির সাথে লেগে

www.dawateislami.net

যায়) উপর ভর করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে অর্থাৎ যেমনভাবেই সম্ভব হয় আসতো।” (ইবনে মাজাহ, ১/৪৩৭, হাদীস ৭৯৭)

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: কেননা মুনাফিকরা শুধুমাত্র দেখানোর জন্য নামায পড়ে, অন্যান্য ওয়াক্তে তো যেমন তেমন করে পড়ে নেয় কিন্তু ইশার সময় ঘুমের প্রাধান্য, ফজরের সময় ঘুমের মজা তাদের বিভোর করে দেয়। একনিষ্টতা ও প্রেম সকল সমস্যাকে দূর করে দেয়, তারা এতে অন্তর্ভুক্ত নয়, সুতরাং এই দুই নামায তাদের নিকট অনেক বড় বোঝা মনে হয়, এ থেকে বুঝা যায়, যে সকল মুসলমান এই দুই নামাযে অলসতা করে, তারা মুনাফিকের ন্যায় কাজ করে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৯৬)

মুনাফিকরা ইশা ও ফজরে আসার সামর্থ্য রাখে না

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়্যিব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত; **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমাদের এবং মুনাফিকদের মধ্যে নিদর্শন হলো ইশা ও ফজরের নামাযে উপস্থিত হওয়া, কেননা মুনাফিকরা এই দুই নামাযে আসার সামর্থ্য রাখে না।”

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১/১৩৩, হাদীস ২৯৮)

হাদীসে কোন মুনাফিক উদ্দেশ্য?

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এই হাদীসে বর্ণনাকৃত মুনাফিক দ্বারা উদ্দেশ্য (**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগের জঘন্যতম কাফির নয়, যারা নিজেকে মিথ্যা মুসলমান হিসাবে প্রকাশ

www.dawateislami.net

করতো, কিন্তু অন্তরে কাফির ছিলো বরং এখানে উদ্দেশ্য) “**মুনাফিকে আমলী**” অর্থাৎ আমলগতভাবে মুনাফিক। (অথচ তারা বাস্তবে মুসলমান) হাদীসের এই অংশ “মুনাফিকরা এই দুই নামাযে আসার সামর্থ্য রাখে না” দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আমরা এই দুই নামায নিপুণতার সহিত এবং উৎফুল্ল মনে আদায় করি, আমাদের এই দুই নামায জামাআত সহকারে আদায় করতে মসজিদে আসতে কোন কষ্ট হয় না আর মুনাফিকদের জন্য এই দুই নামায অনেক বোঝা মনে হয়, তাই তারা এই দুই নামায নিপুণতা ও উৎফুল্লতার সহিত আদায় করার সামর্থ্য রাখে না। (সামনে অগ্রসর হয়ে আরো বলেন:) প্রকাশ থাকে, মুনাফিকরা (আমলী) ইবাদত প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয় বরং অভ্যাসের কারণে নামায পড়ে আর যেহেতু তার নফস নামায পড়াকে অপছন্দ করে তাই সে সবার সাথে নয় বরং নিজের ঘরে একাকী নামায পড়ে। (তিনি আরো বলেন:) কিছু কিছু আরেফিনদের (**আল্লাহ পাকে**র পরিচয় লাভকারী) উক্তি হলো: ফজরের নামায নিয়মিত আদায় করাতে দুনিয়াবী কঠিনতম কাজ সহজ হয়ে যায়, **আসর এবং ইশার নামাযে** জামাআতের নিয়মানুবর্তীতায় **যুহুদ** সৃষ্টি করে (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা নসীব হয়), “কুপ্রবৃত্তির” অনুসরন করা থেকে নফস বিরত থাকে। **(ফয়যুল কৃদীর, ১/৮৪-৮৫)**

ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো

হুযুরে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ইশার পূর্বে ঘুমাবে, **আল্লাহ পাক** তার চোখে ঘুম না দিক।

(জমউল জাওয়ামে, ৭/২৮৯, হাদীস ২৩১৯২)

www.dawateislami.net

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নিজের বিচারককে একটি চিঠি লিখেন, যাতে এটা লিখা ছিলো; যে ব্যক্তি ইশার পূর্বে শুয়ে যায়, **আল্লাহ** করুক যেনো তার চোখে ঘুম না আসে, যে শুয়ে যায় তার চোখে যেনো ঘুম না আসে, যে শুয়ে যায় তার চোখে যেনো ঘুম না আসে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১/৩৫, হাদীস ৬)

সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বাণী সম্পর্কে মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ লিখেন: জনাবে ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর এই দোয়া অবশ্য অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য। মনে রাখবেন, ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং ইশার পর বিনা প্রয়োজনে জাগ্রত থাকা (এই দু'টি কাজ) সুন্নাত পরিপন্থি আর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অপছন্দনীয় কিন্তু ইশার পূর্বে ঘুমিয়ে গিয়ে নামাযই না পড়া এবং অনুরূপভাবে ইশার পর জাগ্রত থেকে ফজর কাযা করে দেয়া হারাম, কেননা হারাম সম্পাদনের মাধ্যমও হারাম হয়ে থাকে। (মিরাত, ১/৩৭৭)

ইশার পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ

“**বাহারে শরীয়াতে**” বর্ণিত রয়েছে: দিনের শুরুতে ঘুমানো বা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৩৬)

ইশার পর কথাবার্তা বলার তিনটি অবস্থা

(১) ইলমী কথাবার্তা, কারো নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা বা এর উত্তর দেয়া অথবা এ ব্যাপারে গবেষণা ও নিরীক্ষণ করা এধরনের কথাবার্তা ঘুমানো থেকে উত্তম। (২) মিথ্যা গল্প কাহিনী বলা, মজা করা, হাসি ঠাট্টার কথা বলা মাকরূহ। (৩) ভালবাসার কথাবার্তা বলা যেমন;

www.dawateislami.net

স্বামী-স্ত্রীর সাথে বা মেহমানের সাথে তাদের ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য কথা বলা, এটা জায়িয। এই ধরনের কথা বলে শেষে **আল্লাহ পাকের** যিকিরে লিপ্ত হয়ে যান এবং তাসবীহ ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে কথা শেষ করা উচিৎ। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৩৬)

নামাযের নামকরণের কারণ

ফজর: ফজর এর অর্থ: "সকাল"[১] যেহেতু ফজরের নামায সকাল বেলা পড়া হয়, তাই এই নামাযকে ফজরের নামায বলা হয়।

যোহর: যোহরে একটি অর্থ হলো: "দুপুর", যেহেতু এই নামায দুপুরের সময় পড়া হয়, তাই একে যোহরের নামায বলা হয়।

আসর: আসর অর্থ: "দিনের শেষ অংশ" যেহেতু এই নামায এই সময়ে আদায় করা হয়, তাই এই নামাযকে আসরের নামায বলা হয়।

মাগরিব: মাগরিবের অর্থ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়, যেহেতু মাগরিবের নামায সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আদায় করা হয়, তাই এই নামাযকে মাগরিবের নামায বলা হয়।

ইশা: ইশার শাব্দিক অর্থ হলো: রাতের প্রারম্ভিক অন্ধকার[২], যেহেতু এই নামায অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর আদায় করা হয়, তাই এই নামাযকে ইশার নামায বলা হয়।

(শরহে মুশকিলুল আসার লিত ত্বাহাবি, ৩/৩১-৩৪)

তু পাচোঁ নামাযোঁ কা পাবন্ধ কর দে, পায়ে মুস্তফা হাম কো জান্নাত মে ঘর দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. কানযুল ঈমানের অনুবাদ, পারা ১৫, বনী ইসরাঈল: ৭৮।
২. নুযহাতুল ক্বারী, ২/২৪৫।

www.dawateislami.net